টিআইবি নিউজলেটার

দু র্নী তি বি রো ধী সা মা জি ক আ ন্দো ল ন

বর্ষ ৫ সংখ্যা ৩ সেপ্টেম্বর ২০০১

চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম সম্ভাবনাময় দেশ। এদেশের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদসহ রয়েছে মানব সম্পদ। আমাদের উন্নয়নের জন্য আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বেছে নিয়েছি। তাই এর মৌলিক আদর্শের প্রতি আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা জরুরি এবং জনগণের প্রতি তাদের অঙ্গীকারের মধ্যে তা প্রকাশিত হওয়া উচিত। নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে এবং তাতে তাদের লক্ষ্যগুলো অঙ্গীকার আকারে প্রকাশিত হয়। ক্ষমতায় গিয়ে যদি তারা সেসব অঙ্গীকার পালন করেন তাহলে দেশবাসীর অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশ দ্রুত উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হতে পারে। রাজনৈতিক অঙ্গীকারের মাধ্যমে দুর্নীতি রোধ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যে সম্ভব তা হংকং অথবা সিঙ্গাপুর-এর দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

দুর্নীতির কারণে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ হ্রাস পায়, সম্পদের প্রাপ্যতা কমে, মানব উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয় এবং দারিদ্র্যের ব্যাপকতা বৃদ্ধি করে, রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে প্রশ্ন-সাপেক্ষ ও হুমকিপূর্ণ করে তোলে। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নীতি-নির্ধারণ পদ্ধতি ব্যর্থ হয় এবং এ কারণে সরকারের ওপর জনগণের আস্থা ভেঙে পড়ে। পাশাপাশি গণতন্ত্রের ওপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয় এবং গণতন্ত্র শক্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দুর্নীতিগ্রস্ত হলে আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি স্বাভাবিকভাবেই বেশি হয়। বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষিতে প্রশাসনে রাজনৈতিক প্রভাব অতিমাত্রায় লক্ষ্যনীয়। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা নিজেদের স্বার্থে রাজনৈতিক দলের মুখাপেক্ষি থাকেন। এতে দুর্নীতির প্রসার ঘটে। বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে কৃষি, শিক্ষাসহ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং দৃঢ় অঙ্গীকার থাকলে দুর্নীতির ব্যাপকতা হ্রাস পেতো।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বহু রাজনৈতিক দল নয় বরং সীমিত সংখ্যক রাজনৈতিক দল সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পাশ্চাত্যের প্রায় সকল রাজনৈতিক নেতার ওপর জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে এবং তারা জাতীয় স্বার্থে কাজ করেন বলে মনে করা হয়। পরিণত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে নেতৃত্বকেও যেমন সমালোচনার মুখোমুখী হতে হয় তেমনি তারা শ্রদ্ধারও দাবিদার। রাজনীতির এ আবহাওয়া যথার্থ গণতান্ত্রিক মনোভাবেরই পরিচায়ক। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সহিষ্ণুতা ও সৌজন্যবোধ এখন অনেকটাই নির্বাসিত। কোনো কোনো রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক শিষ্টাচার সম্পর্কে অনভ্যস্ততা, পরস্পরের প্রতি কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য ইত্যাদি রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে কলুষিত করছে। প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির মধ্যে গণতন্ত্র স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হতে পারে না। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মূল্যবোধ যথেষ্ট সুস্থ এবং তারা রাজনীতিবিদদের অশিষ্টাচার এবং হানাহানি পছন্দ করেন না।

দেশ ও জনগণের কল্যাণ সাধন ও স্বার্থ রক্ষাই রজানীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে দলীয় প্লাটফর্মের আওতায় সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে যারা দেশ ও জনগণের সেবায় নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করেন তারাই যথার্থ অর্থে রাজনীতিক। দলীয় বিভাজন ও মতাদর্শগত পার্থক্য রাজনীতিবিদদের মধ্যে থাকলেও রাষ্ট্রের কিছু মৌলিক ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতৈক্য থাকা জরুরি। এই দর্শন যে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রক্রিয়াশীল থাকে সেখানে গণতন্ত্র এবং সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠায় কোনো সমস্যা হয় না। দায়িত্বহীন, হিংসাশ্রয়ী এবং পরশ্রীকাতর রাজনীতিতে দেশ কেবল পিছিয়ে পড়ে না জনগণকেও অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় পড়তে হয়। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জন করতে হলে প্রয়োজন সহনশীলতা, সেই সঙ্গে দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার। আর এজন্য চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

দুর্নীতির ধারণা সূচক
এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

আবার কেউ কেউ এই রিপোর্টের পেছনে আবিষ্কার করেছেন 'রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি', প্রশ্ন তুলেছেন 'ট্রান্সপারেন্সির ট্রান্সপারেন্সি কতটুকু', কিংবা খুঁজেছেন 'ট্রান্সপারেন্সির অস্বচ্ছতা'...

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচক (Corruption Perception Index) বা সিপিআই ২০০১ প্রকাশিত হবার পর এর পক্ষে বিপক্ষে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে অসংখ্য সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, অভিমতসহ প্রচুর কলাম। এমনকি সংবাদপত্রের চিঠিপত্রের কলামেও বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। কেউ কেউ এই রিপোর্টের সমর্থনে নিজেদের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে মতামত ব্যক্ত করে বাংলাদেশে বিদ্যমান দুর্নীতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। আবার কেউ কেউ এই রিপোর্টের পেছনে আবিষ্কার করেছেন 'রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি', প্রশ্ন তুলেছেন 'ট্রান্সপারেন্সির ট্রান্সপারেন্সি কতটুকু', কিংবা খুঁজেছেন 'ট্রান্সপারেন্সির অস্বচ্ছতা'। টিআইবি আশা করছে আলোচ্য নিবন্ধ পাঠকদের ধারণাকে সুস্পষ্ট করে তুলতে সহায়ক হবে।

একটি দেশে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-জগত এবং সরকারি প্রশাসনে বিদ্যমান দুর্নীতি সম্পর্কে ঐ দেশে অবস্থানরত বিদেশী ব্যবসায়ী নির্বাহী, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কোম্পানিতে কর্মরত ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ও ব্যবস্থাপক এবং কান্ট্রি এনালিস্টদের ধারণা বা মতামতই দুর্নীতির ধারণা সূচক। এটি একটি যৌগিক সূচক। জার্মানির গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নিয়ে গঠিত একটি টেকনিক্যাল কমিটি এই সূচকটি তৈরি করে। দুর্নীতির ধারণা সূচকে পৃথিবীর সব দেশ অন্তর্ভুক্ত হয় না। ২০০১ সালে ৯১টি দেশ এবং ২০০০ সালে ৯০টি দেশ এই সূচকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার ১৯৯৬ সালে মাত্র ৫৪টি দেশ এ সূচকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একটি দেশকে তখনই দুর্নীতির ধারণা সূচকের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যখন ঐ দেশ সংক্রান্ত জরিপের (স্বাধীন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত) সংখ্যা কমপক্ষে তিন হয়। প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে সকল দেশকে এই সূচকের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় না। বিশ্বে ২০০-এর মত দেশ আছে। ২০০১ সালের সূচকে মাত্র ৯১টি দেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সূচকের অন্তর্ভুক্ত এই ৯১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সবচেয়ে নিচে। কিন্তু এমন দেশও থাকতে পারে যা বাংলাদেশের চেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত কিন্তু পর্যাপ্ত জরিপের অভাবে সূচকের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

২০০১ সালের জরিপকারী প্রতিষ্ঠান এবং জরিপের নাম

Source Organisations	Name of the surveys	Years of survey
Political and economic Risk Consultancy	Asian Intelligence Issue	1999, 2000, 2001
Institute for Management Development. IMD.	World Competitiveness Yearbook	1999, 2000, 2001
World Bank	World Business Environment Survey	2001
Pricewaterhouse Coopers	Opacity Index	2001
Economist Intelligence Unit	Country Risk Service and Country Forecast	2000
Freedom House	Nations in Transit	2001
World Economic Forum	a) Africa Competitiveness Report (b) Global Competitiveness Report	(a) 2000 (b) 1999, 2000, 2001

বিভিন্ন স্বাধীন সংস্থার জরিপ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দুর্নীতির ধারণা সূচক করা হয়। যে সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়িক পরিবেশ, প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের পরিবেশ, অর্থনৈতিক জড়তা এবং সরকারি কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্নীতি বা ঘুষ নিয়ে জরিপ করে সেসব সংস্থার ঐ সব জরিপই দুর্নীতির ধারণা সূচকের তথ্য উৎস হিসেবে ব্যবহৃত। চলতি বছর এ ধরনের ৭টি সংস্থার ১৪টি জরিপের ফলাফল ছিল এই বছরের তথ্য উৎস।

এবারের সূচকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বাধীন সংস্থার তিনটি জরিপ থেকে বাংলাদেশ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলো হল- (১) বিশ্বব্যাংক পরিচালিত 'বিজনেস এনভায়রনমেন্ট সার্ভে-২০০১'; (২) লন্ডনভিত্তিক সাপ্তাহিক ইকোনমিস্ট ম্যাগাজিনের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট পরিচালিত কান্ট্রি রিস্ক সার্ভিস এন্ড কান্ট্রি ফোরকাস্ট-২০০১' এবং (৩) ওয়ার্ল্ড ইকোনমিস্ট ফোরাম পরিচালিত 'গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস রিপোর্ট-২০০১'।

কতগুলো দেশের ক্ষেত্রে ১২টি জরিপ তথ্য উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের জন্য মাত্র ৩টি উৎস জরিপ ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে হয়ত প্রশ্ন উঠতে পারে সিপিআই-এ পরস্পর বিপরীত ধর্মী বিষয়কে তুলনা করা হয়েছে। মাত্র ৪টি

দেশের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংখ্যক ১২টি জরিপ ব্যবহার করা হয়েছে। অপরদিকে ২৩টি দেশের ক্ষেত্রে ৩টি করে জরিপ ব্যবহার করা হয়েছে। সিপিআই-এ তৃতীয় দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রেই ১২টি জরিপ ব্যবহার করা হয়েছে। তাই জরিপ সংখ্যার স্বল্পতার কারণে বাংলাদেশের অবস্থান খারাপ এটি ঠিক নয়।

২০০১ সালের দুর্নীতির ধারণা সূচকে যে মেথডোলজী ব্যবহার করা হয়েছে তা পরিসংখ্যানগত দিক থেকে কতটুকু সঠিক সে বিষয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। ধারণা সুচক তৈরি করার জন্য যে ধরনের মেথডোলজী ব্যবহার করা প্রয়োজন তা টিআই-এর ধারণা সূচকে আছে। দুর্নীতির ধারণা সূচকে স্কোর, পরিমিত বিচ্যুতি এবং পরিসর দেখানো হয়েছে। ধারণা সূচকের যথার্থতা এদের ওপরই নির্ভর করে। তাই এদিক থেকে চিন্তা করলে মেথডোলজী যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত। তাছাড়া ধারণা সূচক বোঝার জন্য যেসব পরিসংখ্যানিক তথ্য দরকার তার সবই মোটামুটিভাবে সূচকে আছে।

টিআই দুর্নীতির ধারণা সূচক কোনো খানা জরিপ নয়। এটি এক ধরনের Poll of Polls. এই সূচকে তথ্য উৎস হিসেবে যেসব জরিপ রিপোর্ট ব্যবহার করা হয় সেগুলো বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে সমাদৃত এবং গৃহীত। তথ্য উৎস হিসেবে ব্যবহৃত এসব জরিপে উত্তরদাতা হিসেবে যারা অন্তর্ভুক্ত হন তারা নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশ্নের উত্তর দেন। কাজেই পরোক্ষভাবে এ সূচকে বাস্তব চিত্রই পরিস্ফুট হয়। জরিপের উত্তর দাতা ছিলেন দেশে অবস্থানরত বিদেশী ব্যবসায় নির্বাহী, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কোম্পানিতে কর্মরত ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ও ব্যবস্থাপক, ইকুইটি এনালিস্ট, ব্যাংকার্স, CFOs এবং Pricewaterhouse Coopers এর স্টাফগণ।

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ একথা ঠিক নয়। ৯১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে কেন সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ বলা হল এ প্রশ্ন হয়ত অনেকেরই থাকতে পারে। ৯১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের প্রাপ্ত স্কোর মাত্র ০.৪। এই স্কোর সূচকের অন্তর্ভুক্ত সকল দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন। তাই বাংলাদেশের অবস্থানও ৯১টি দেশের মধ্যে সবার নিচে। ২০০১ সালের পূর্বে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো সিপিআই'র অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন সূচকে অন্তর্ভুক্ত ৫৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ছিল চতুর্থ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। ১৯৯৬ সালের পর এবারই বাংলাদেশ দ্বিতীয়বারের মতো সূচকভুক্ত হয়েছে। তবে একথা ঠিক যে বাংলাদেশের সব মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। দুর্নীতির জন্য দায়ী কিছু সংখ্যক রাজনীতিক এবং প্রশাসনের কিছু ব্যক্তি। এরা ব্যতীত সকল মানুষই দুর্নীতির শিকার।

দুর্নীতির ধারণা সূচক প্রণয়নে বাংলাদেশের কোনো ভূমিকা নেই। এটি একটি আন্তর্জাতিক রিপোর্ট। টিআই-এর কোনো চ্যাপ্টার কোনোভাবেই এই রিপোর্ট তৈরিতে কোনোরূপ ভূমিকা রাখতে পারে না। এমনকি এই রিপোর্ট প্রণয়ন কখন শুরু হয় এবং কখন শেষ হয় আগে থেকে তা কোনো চ্যাপ্টারই জানতে পারে না। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সহ টিআই-এর সব চ্যাপ্টার এই রিপোর্ট প্রকাশে বার্তাবহের দায়িত্ব পালন করে মাত্র। বাংলাদেশ চ্যাপ্টার সংবাদ সম্মেলন করে কিংবা সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সিপিআই প্রকাশ করে থাকে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমসমূহকে আগে থেকেই এ রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে সাহায্য করাই ছিল টিআইবি'র উদ্দেশ্য। কারণ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় (২৭ জুন ২০০১) সিপিআই আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশিত হয়। টিআইবি যদি সংবাদ সম্মেলন বা সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এটি প্রকাশ নাও করতো, তাহলেও আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে সিপিআই বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তো এবং পড়েছে। বাংলাদেশের কিছু সংবাদপত্র টিআইবি'র সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বা সংবাদ সম্মেলন থেকে নয়, এএফপিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম থেকে সিপিআই সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেছিল।

টিআই দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর আঞ্চলিক সভা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)-এর দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর এক আঞ্চলিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৬ থেকে ১৮ জুন। শ্রীলঙ্কার কালুতারা গোল্ডেন সান রিসোর্টে অনুষ্ঠিত ২ দিন ব্যাপি এ সভায় স্বাগতিক শ্রীলঙ্কা ছাড়াও বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও নেপালের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। টিআই-এর নির্বাহী পরিচালক মার্গিট ভ্যান হ্যাম ও কর্মসূচি কর্মকর্তা র‍্যান লিও সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর দুর্নীতি নিরসনে বিভিন্ন কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হয়। একটি আঞ্চলিক নিউজলেটার প্রকাশের বিষয়েও দেশগুলো ঐক্যমত পোষণ করে।

নির্বাচনের আগে এই রিপোর্ট প্রকাশ করার পেছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও নেই। ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে এই রিপোর্ট জুন-অক্টোবর সময়কালে প্রকাশ করা হয়।

এই রিপোর্ট তৈরির পেছনে ড. কামাল হোসেন এবং বিএনপি'র কিছু নেতৃবৃন্দ কোনো ভূমিকা পালন করেছেন কিনা সে বিষয়ে কারো কারো কৌতূহল থাকতে পারে। বস্তুত কোনো ভূমিকাই পালন করেননি তাঁরা। পালন করার সুযোগও নেই। রাজনীতির সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তি টিআই-এর কোনো চ্যাপ্টারের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন না। ড: কামাল হোসেন টিআই বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সঙ্গে জড়িত নন। তিনি টিআই (বার্লিন) উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। উপদেষ্টা পরিষদে ড. কামাল হোসেন ছাড়াও সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার, মৌরিতানিয়ার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী Ahmedou Ould-Abdallah, দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেন্টের স্পিকার Frene Ginwala, কলম্বিয়ার সাবেক বিচারমন্ত্রী Nestor Humberto Martinez Neira, জার্মানির সাবেক অর্থমন্ত্রী Hans Matthofer, বতসোয়ানার প্রেসিডেন্ট Festus Mogae, নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট Olusegun Obasanjo, নোবেল বিজয়ী ও কোষ্টারিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট Oscar Arias Sanchez ও জার্মানরি সাবেক প্রেসিডেন্ট Richard Von Weizasacker সহ অনেক সাবেক এবং বর্তমানে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। টিআই-এর উপদেষ্টা পরিষদে অনেক সদস্য রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও রাজনীতির বাইরে এদের প্রত্যেকের অন্য একটি বড় পরিচয় আছে। ড. কামাল হোসেন একজন আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ শুধু নন, আইনজ্ঞ হিসেবেই তিনি টিআই-এর উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান।

এই সূচক প্রকাশের মাধ্যমে টিআইবি দাতা সংস্থাসমূহের কাছ থেকে অধিক আর্থিক সহায়তা পাওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই, কারণ টিআই একটি অলাভজনক দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। টিআই বা টিআইবি এনজিওর নামে বাণিজ্য করার বিরোধী। টিআই-এর একটি আঞ্চলিক চ্যাপ্টার হিসেবে কাজ করলেও টিআইবি সম্পূর্ণ স্বাধীন সংস্থা হিসেবে এর সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে দুর্নীতি রোধ এবং স্বচ্ছতা ও

সিপিআই প্রকাশের সময়কাল নিম্নরূপ

সাল	তারিখ
২০০১	২৭ জুন ২০০১
২০০০	১৩ সেপ্টেম্বর ২০০০
১৯৯৯	২৬ অক্টোবর ১৯৯৯
১৯৯৮	২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
১৯৯৭	৩১ জুলাই ১৯৯৭
১৯৯৬	০২ জুন ১৯৯৬
১৯৯৫	১৫ জুলাই ১৯৯৫

প্রাথমিক শিক্ষায় দুর্নীতি সম্পর্কিত রিপোর্ট কার্ড জরিপ প্রকাশ

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকদের বিভিন্ন দুর্নীতি, সন্তানের পড়াশোনা সম্বন্ধে অভিভাবকদের সন্তুষ্টির মাত্রা...

টিআইবি দেশের মৌলিক শিক্ষার স্তরের ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করা এবং অনিয়ম-দুর্নীতি উদ্ঘাটন করে তা অবসানের লক্ষ্যে বৃহত্তর ময়মনসিংহের ৮টি থানায় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে এক রিপোর্ট কার্ড জরিপ পরিচালনা করে। গত ১ জুলাই নালিতাবাড়ি, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, মুক্তাগাছা ও টাঙ্গাইলের মধুপুরে এবং ২৫ আগস্ট ময়ননসিংহে পৃথক পৃথক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই জরিপের প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়।

এই রিপোর্ট কার্ড জরিপ ময়মনসিংহ জেলার সদর, মুক্তাগাছা ও গৌরীপুর উপজেলা, জামালপুরের সদর ও সরিষাবাড়ি উপজেলা, কিশোরগঞ্জের সদর, টাঙ্গাইলের মধুপুর ও শেরপুরের নালিতাবাড়ি উপজেলার অন্তর্ভুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকের ওপর পরিচালনা করা হয়। ৫ জেলার ৮ উপজেলার ১৭১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৭১ জন প্রধান শিক্ষক, ৯৬৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ও ৯৬৬ জন অভিভাবকসহ মোট ২১০৩ জনের ওপর জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপে উল্লেখিত উপজেলা সমূহের অন্তর্ভুক্ত ১০৫টি সরকারি, ৪০টি বেসরকারি, ১৪টি স্যাটেলাইট ও ১২টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর চালানো হয়।

জরিপের মাধেমে বৃহত্তর ময়মনসিংহের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ ও উপজেলা শিক্ষা অফিসে বিভিন্ন দুর্নীতি, উপজেলা শিক্ষা অফিসের সেবার মানের সার্বিক অবস্থা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও চাঁদা আদায়, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে দুর্নীতির স্বরূপ, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকদের বিভিন্ন দুর্নীতি, সন্তানের পড়াশোনা সম্বন্ধে অভিভাবকদের সন্তুষ্টির মাত্রা ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হয়। যেমন, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ১০টি খাতের জন্য চাঁদা ও ফি আদায় করা হচ্ছে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্তি প্রধান ও একমাত্র

সংবাদপত্রের পাতা থেকে

দুর্নীতি ও অনিয়মে পূর্ত মন্ত্রণালয়ে ৫ বছরের ক্ষতি ৩৫ কোটি টাকা

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে ১৯৯৪ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ৩৩ ধরনের বিভিন্ন গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে ৩৪ কোটি ৬৭ লাখ ৮৪ হাজার ৭৪৪ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হলো, স্বার্থ হানিকর চুক্তি সম্পাদন, অতিরিক্ত মালামাল ক্রয়, চুক্তিপত্র ছাড়া কাজ সম্পাদন, বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়, পিপি বহির্ভূত ব্যয় ইত্যাদি ক্ষতি।

বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট ১৯৯৭-৯৮ এগুলোকে 'গুরুতর ক্ষয় ক্ষতি' হিসেবে চিহ্নিত করে এসব টাকার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আদায় করা আবশ্যক বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

সূত্র : দৈনিক অর্থনীতি, ১৩ জুলাই ২০০১

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোতে হরিলুট

জনশক্তির উন্নয়ন নয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোতে চলছে হরিলুটের খেলা। বিভিন্নভাবে হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। অভিযোগ রয়েছে মন্ত্রী সচিবসহ সরকার দলীয় নেতাদের নাম ভাঙিয়ে এখানে চলেছে বিভিন্ন কায়দায় দুর্নীতি। ব্যুরোর ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের টাকা ব্যয় করা হয়েছে 'পলিটিক্স ফেয়ারে' এমন কথা এখন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রচলিত। গত ৫ বছরে এ খাতে ৩৭ কোটি টাকারও বেশি টাকা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। ইরাক ও কুয়েত প্রত্যাগত তহবিলের টাকাও লুট হচ্ছে বিভিন্ন কৌশলে।

সূত্র : দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ জুলাই, ২০০১

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অর্থ লোপাটের অভিযোগ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ভুয়া বিদ্যালয়ের নামে প্রকল্প দেখিয়ে ১০ মেট্রিক টন চাউলের সমমূল্য ৯০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। এ অর্থ আত্মসাতের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন অধ্যাপক ও একজনের স্ত্রী জড়িত রয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র : ভোরের কাগজ, ১৭ জুলাই ২০০১

পাঁচ বছরে পাঁচ শ' কোটি টাকার বনজ সম্পদ পাচার ও লুট

গত পাঁচ বছরে দেশের সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে অন্তত পাঁচ শ' কোটি টাকার বনজ সম্পদ পাচার ও লুট হয়েছে এবং এর পেছনে কতিপয় দুর্নীতিবাজ বন কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ মদদ রয়েছে। এমনকি এসব বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সেনা কর্মকর্তাদের তরফ থেকে পর্যন্ত সুস্পষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয় সরকারের কাছে। কিন্তু মন্ত্রণালয় ছিল নির্বিকার।

সূত্র : দৈনিক ইনকিলাব, ২০ জুলাই, ২০০১

কর্ণফুলী পেপার মিলে ১০ বছরে লোকসান ১০০ কোটি টাকারও বেশি

গত ১০ বছরে কর্ণফুলী পেপার মিলের লোকসানের পরিমাণ ১ শ' কোটি টাকারও বেশি দাঁড়িয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতার অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। মিলের কাঁচামাল বাঁশ ও কাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমাহীন

নির্ধারক হলো, যে সমস্ত পরিবারের জমির পরিমাণ ৫০ শতাংশ বা এর চেয়ে কম তারাই এ প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে। কিন্তু ৫০ শতাংশের অধিক জমি আছে এমন পরিবারের ১৬% ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রায় ১৫.৫% অভিভাবক বলেছেন যে, এই প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত হতে তাদেরকে টাকা দিতে হয়েছিল। এই জরিপে দেখা যায় ১৫.৫% ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে গড়ে ৩২ টাকা আদায় করা হয়েছে ও প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে গড়ে ৫ টাকা আদায় করা হয়েছে। খাদ্য বন্টনের সময় প্রতিবারে নির্ধারিত পরিমাণ থেকে মাথাপিছু ২.৪৭% কেজি বা ১৬.৪৭% খাদ্য কম দেয়া হচ্ছে। তবে এ প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা প্রায় সবাই এ প্রকল্পের জন্য উপকৃত হওয়ার কথা বলেন অন্যদিকে বিরাট সংখ্যক শিক্ষক বিভিন্ন কাজের জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসে ঘুষ দেয়ার কথা বলেন।

জনপ্রিয় হয়ে উঠছে টিআইবি ওয়েব সাইট

দেশের সকল পর্যায়ে দুর্নীতিরোধ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে টিআইবি। ১৯৯৬ সালে একটি ট্রাস্ট হিসেবে কাজ শুরু করার দু' বছর পর টিআইবি সরকারী স্বীকৃতি পায়। দেশ-বিদেশে জনগণের কাছে টিআইবি ওয়েব সাইট ইতোমধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। টিআইবি ওয়েব সাইট পরিদর্শনের (hits) একটি পরিসংখ্যান থেকে তা স্পস্ট হয়ে ওঠে। এ বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত টিআইবি ওয়েব সাইট হিট্স হয়েছে ২৩ লাখ ৩৬ হাজার ৩০ বার। এর মধ্যে জানুয়ারিতে ২২ হাজার ৯শ' ৩৮, ফেব্রুয়ারিতে ২২ হাজার ৯ শ' ৪০, মার্চে ২৩ হাজার ২শ' ৩৯, এপ্রিলে ৩২ হাজার ৭শ' ৮৫, মে ৩১ হাজার, ৩১ জুনে ৪৩ হাজার ৫শ' ৬১ এবং জুলাই মাসে ৫৭ হাজার ১শ' ৩৬ বার। সুতরাং আপনিও পরিদর্শন করতে পারেন এ জনপ্রিয় ওয়েব সাইট http://www.ti-bangladesh.org

দুর্নীতি প্রতি বছরে লোকসানের অংকে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। মিলের মূল্যবান যন্ত্রাংশ চুরি, মিল এলাকায় ব্যাপকভাবে অবৈধ বসতবাড়ির স্থাপনা এবং এসব স্থাপনায় মিলের গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদির ব্যবহার মিলের লোকসানের হিসেবে যুক্ত হয়। মিলের সিবিএ নেতৃবৃন্দের মধ্যেও আন্তরিকতার অভাব ও দুর্নীতির অবাধ গতি মিলকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ জুলাই ২০০১

দুর্নীতির বিরুদ্ধে মিছিল

'দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ চাই' এ দাবিতে সিলেটের কবি, সংস্কৃতিকর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এক ব্যতিক্রমী মৌন মিছিল বের হয় সিলেটে। মিছিল শেষে কোর্ট পয়েন্টে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে ঘুষকোর দুর্নীতিবাজচক্রের ভয়ংকর উত্থানে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

সূত্র : প্রথম আলো, ৩০ জুলাই ২০০১

৯৮০ কোটি টাকার অডিট আপত্তি

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে গত ২৩ আগস্ট কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল সৈয়দ ইউসুফ হোসেন ৯টি বিশেষ এবং ১৮টি বার্ষিক নিলীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করেছেন।

এ প্রতিবেদনে ৯৮০ কোটি টাকার অনিয়ম প্রকাশ পেয়েছে। অডিট আপত্তি প্রধান বিষয়গুলো হচ্ছে অর্থ আত্মসাৎ, চুরি, অপচয়, নন-ডিডাকশন অব ভ্যাট এবং আর্থিক রীতিনীতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যতা।

সূত্র : দৈনিক ইনডেপেন্ডেন্ট, ২৩ আগস্ট, ২০০১

ভুয়া এনজিও

ধর্মকে পুঁজি করে মুসলিম ফাউন্ডেশন বাংলদেশ নামে একটি ভুয়া এনজিও কুলাউড়ায় ৫০ লাখ টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যায়। স্থানীয় বেকার যুবকদের চাকরি দেয়ার নাম করে ৩৮৮ জন মাঠকর্মীর কাছ থেকে ১ হাজার ৫০ টাকা জামানত নেয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া শুরু করে ব্যাংকিং কার্যক্রম। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তারা কর্মীদের জামানত কৃত টাকা সহ প্রায় ৫০ লাখ টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কর্মীদের পক্ষ থেকে স্থানীয় ইউএনওকে একটি অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়।

সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক ২১ আগস্ট ২০০১

২৫ হাজার টাকা উৎকোচ

ডিবি পুলিশের ৯নং টিম বিশ্বরোডের কুড়িল এলাকা থেকে পরিবহন শ্রমিক রুহুল আমিনকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ড ও নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে ২৫ হাজার টাকা উৎকোচ গ্রহণ করে। ডিবির ইন্সপেক্টর আঃ ওহাব ও দারোগা ইকবাল এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

সূত্র : দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ আগস্ট ২০০১

জিপিওতে তিন কোটি টাকার পেনশন জালিয়াতি

ঢাকা জিপিও অফিস প্রায় সোয়া তিন কোটি টাকার পেনশন জালিয়াতি করেছে। জিপিওতে পেনশন প্রদানের সঙ্গে জড়িত একটি সংঘবদ্ধ চক্র এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত। ভুয়া ভাউচার ও জালসই দিয়ে অর্থ আত্মসাতের মাধ্যমে এ জালিয়াতি করা হয়েছে বলে মহাহিসাব নিরীক্ষকের এক প্রতিবেদনে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা জিপিও থেকে প্রায় আট হাজার পেনশনার প্রতি মাসে পেনশন গ্রহণ করেন।

সূত্র : দৈনিক যুগান্তর, ২৭ আগস্ট ২০০১

৪ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি

ছাতক সিমেন্ট কারখানার ডব্লিউপিপি ব্যাগ সরবরাহের নামে রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক-১১ ফরম জাল করে ঢাকা-গাজীপুরস্থ মেসার্স মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ৩ কোটি ৩২ লাখ ৮০ হাজার ৫শ' ১৫ টাকার রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছে। প্রায় ৪ কোটি টাকার শুল্ক জালিয়াতির চাঞ্চল্যকর ঘটনা ধরা পড়ার পর বিসিআইসি একই প্রতিষ্ঠানকে পুনরায় ব্যাগ সরবরাহের নির্দেশ দিয়েছে।

সূত্র : দৈনিক বাংলাবাজার, ২৮ আগস্ট ২০০১

টিআইবি'র কার্যক্রম

টি আই বি'র গণনাট্য দল গঠন

টিআইবি এবং ডেমোক্রেসিওয়াচ- এর যৌথ প্রযোজনায় মোবাইল থিয়েটারের 'বর্ণমালা' নাটকটির বারোটি মঞ্চায়ন গত আগস্টের শেষ সপ্তায় শেষ হয়েছে। ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা, মধুপুর ও নালিতাবাড়ীতে এই নাটকের মঞ্চায়ন হয়।

ইতোমধ্যে টিআইবি নিজস্ব গণনাট্য দল গঠন করেছে। সাক্ষাতকারের মাধ্যমে মোট বিশজন নাট্যকর্মীকে এই গণনাট্যদলের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১ শুক্রবার থেকে তিনদিনব্যাপী টিআইবি গণনাট্যদলের প্রথম প্রযোজনাকেন্দ্রিক নাট্যকর্মশালা শুরু হয়েছে ময়মনসিংহের উদীচীর মিলনায়তনে। কর্মশালা উদ্বোধন করেছেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান। মুখ্য প্রশিক্ষক ছিলেন ঢাকা পদাতিক এর কর্মী মাহবুবা হক কুমকুম এবং নাটকের পান্ডুলিপি রচনা ও পরিচালনা করেছেন নাট্যকার ও গবেষক জয় প্রকাশ। কর্মশালা ও নাটক প্রযোজনা সমন্বয় করেছেন টিআইবি'র সদস্য কামাল হোসেন মিন্টু।

ময়মনসিংহ সাহেব কোয়ার্টার পার্ক মঞ্চে মোবাইল থিয়েটার এর প্রেস শো

জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও গণতন্ত্র শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

সচেতন নাগরিক কমিটি মধুপুর গত ২৮ জুলাই 'জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও গণতন্ত্র' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে 'স্বচ্ছতাপূর্ণ নির্বাচনে জনগণ, রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের ভূমিকা এবং 'বন, বনায়ন ও দুর্নীতি প্রেক্ষাপট মধুপুর' শীর্ষক দু'টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে অধ্যাপক গোলাম ছামদানী ও অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন, বিশিষ্ট পরিবেশবিদ অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সচেতন নাগরিক কমিটি মধুপুর-এর আহ্বায়ক অধ্যাপক গোলাম ছামদানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সম্পাদক জাফর আহমেদ, ম্যাজিস্ট্রেট এএফএম হায়াতুল্লাহ, মধুপুর রাণী ভবানী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ আবদুল লতিফ, কর্পোস কৃষ্টি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মারিয়া চিরান, মধুপুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ হেকমত আলী, মধুপুর বন বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা এবিএম মাহফুজুল হক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এনামুল হক এনা, সমাজকর্মী বাপ্পু সিদ্দিকী প্রমুখ। টিআইবি নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

সেমিনারে বক্তাগণ বলেন, স্বচ্ছতাপূর্ণ নির্বাচন গণতন্ত্রের মূলতন্ত্র। আর গণতন্ত্র হচ্ছে একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের সোপান। দুর্নীতি রোধ এবং জবাবদিহিতা, গণতন্ত্র, মানব সম্পদ ও দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে স্বচ্ছতাপূর্ণ নির্বাচন। জবাবদিহিমূলক রাজনীতির জন্য সৎ, সাহসী, রাজনৈতিক কর্মী নির্বাচিত হওয়া জরুরি। আর এ কাজে সুশীল সমাজকে

মধুপুর উপজেলা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সচেতন নাগরিক কমিটির সেমিনার

দুর্নীতি বিরোধী প্রথম মিছিল

দেশের প্রত্যন্ত সীমান্তবর্তী শেরপুরের নালিতাবাড়ী থানা সদরে সেখানকার সচেতন নাগরিক কমিটি (সিসিসি) গত ২৯ জুন দুর্নীতি বিরোধী একটি মিছিল বের করে। টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য প্রফেসর মোজাফফর আহমদ-এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এ মিছিলে নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান, সিসিসি নলিতাবাড়ীর সদস্য ও নালিতাবাড়ির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ যুবক স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত গঠন এবং নাগরিক সচেতনতার দাবি সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বর্ণাঢ্য এ মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। উল্লেখ্য এটিই টিআইবি'র উদ্যোগে দুর্নীতি বিরোধী প্রথম মিছিল।

মুক্তাগাছায়

স্বচ্ছতাপূর্ণ নির্বাচন ও গণতন্ত্র নির্মাণে সিভিল সোসাইটির ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার

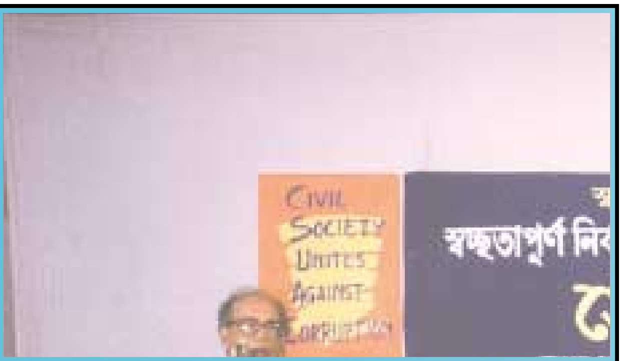

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য প্রফেসর মোজাফফর আহমদ বলেছেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে গণতান্ত্রিক করতে চাইলে সুস্থ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে। কালো টাকা, অস্ত্র, ক্যাডার আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে। আমরা কালো টাকা, অস্ত্র ও ক্যাডারমুক্ত নির্বাচন দেখতে চাই। একজন বিবেকবান মানুষের উদ্যোগ একশ' সন্ত্রাসীর অপকর্মের চেয়ে শক্তিশালী।

গত ৪ আগস্ট ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় সচেতন নাগরিক কমিটি ও টিআইবি আয়োজিত সেমিনারে প্রফেসর মোজাফফর আহমদ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। স্বচ্ছতাপূর্ণ নির্বাচন ও গণতন্ত্র নির্মাণে সিভিল সোসাইটির ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে প্রফেসর আহমদ মহামতি ভলতেয়ার এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন, '...তোমার অধিকার আমি জীবন দিয়ে রক্ষা করবো'- এটাই গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। স্বচ্ছতাপূর্ণ নির্বাচন ও গণতন্ত্র নির্মাণে সিভিল সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুক্তাগাছা পৌর পাঠাগার মিলনায়তনে আয়োজিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন নাগরিক কমিটি মুক্তাগাছার আহ্বায়ক এডভোকেট শামসুল হক। ময়মনসিংহ জেলা নাগরিক আন্দোলনের সভাপতি এডভোকেট আনিসুর রহমান খান সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। 'গণতন্ত্রায়নে অবাধ, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচন বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ও গণতন্ত্র নির্মাণে এবং নাগরিক অধিকার রক্ষায় সিভিল সোসাইটি'র গুরুত্ব' শীর্ষক পৃথক দু'টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে অধ্যাপক খন্দকার মুজাহিদুল হক ও অধ্যাপক জুলফিকার রফিক রন্জু। প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নেন দাওগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেট শরাফ উদ্দিন আহমেদ, নারী অধিকার কর্মী সেলিমা বেগম বেবী, মুক্তাগাছা কলেজের অধ্যক্ষ স্বপন কুমার দাস ও নাট্যকার-গবেষক জয় প্রকাশ সরকার। টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ব্যারিস্টার মনজুর হাসান সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সচেতন নাগরিক কমিটির সদস্য এডভোকেট একেএম মাহবুবুর রহমান বুলবুল। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন টিআইবি'র প্রোগ্রাম অফিসার একরাম হোসেন।

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। সুশীল সমাজ নিষ্ক্রিয় হলে স্বচ্ছতাপূর্ণ নির্বাচন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ডিএফআইডি প্রতিনিধিদলের সফর

ব্রিটিশ সরকারের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি)-এর ৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল টিআইবি এবং সচেতন নাগরিক কমিটির কার্যক্রম পরিদর্শনে আসেন গত ১৬ আগস্ট। দু' সপ্তাহের এ সফরে প্রতিনিধিদলে ছিলেন ডিএফআইডি-এর পরামর্শক কলিন রথ, পিটার ডেভিস ও তাহমিনা রহমান এবং যুক্তরাজ্যের লিবারপুর ইউনিভার্সিটির প্রভাষক ডেভিড ওয়াট। প্রতিনিধিদল টিআইবি বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য, টিআইবি'র কর্মকর্তা, সিসিসি সদস্য এবং সিসিসি এলাকার বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ডিএফআইডি প্রতিনিধিরা টিআইবি'র চলমান কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং প্রস্তাবিত 'মেকিং ওয়েবস্' প্রজেক্ট বাস্তবায়নে সহায়তার আশ্বাস দেন।

নির্বাহী পরিচালকের ৩৬তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) এর ৩৬তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের একটি সেশনে গত ১৪ আগস্ট টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের যুগ্ম সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তারা এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীরা আর একটি সেশনে অংশগ্রহণের জন্য মনজুর হাসানকে অনুরোধ জানান।

সুশীল সমাজ যত বেশি প্রসারিত রাষ্ট্র তত বেশি আলোকিত

সুশীল সমাজ যতবেশি প্রসারিত রাষ্ট্র তত বেশি আলোকিত, সুসংগঠিত ও সুসংহত। গত ২১ জুলাই কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবে টিআইবি'র সচেতন নাগরিক কমিট আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন। 'নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে নৈতিক মূল্যবোধ ও সুশীল সমাজ শীর্ষক এ সেমিনারে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার জনগণ অশংগ্রহণ করেন।

কিশোরগঞ্জ সচেতন নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর রফিকুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে বক্তারা বলেন, দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হলো সমাজের সচেতন অংশকেই এগিয়ে আসতে হবে। সুশীল সমাজই পারে দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যকর ভূমিকা রাখতে। দেশে লাগামহীন দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে না পারলে দেশ ও জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তাই দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশীল সমাজের ভূমিকা অপরিহার্য। সেমিনারে 'দুর্নীতি ও জীবনবোধ' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক রফিকুর রহমান চৌধুরী এবং 'নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে সুশীল সমাজের ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক শরীফ কায়সার রাজা। প্রবন্ধ দু'টির ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এডভোকেট নাসিরুদ্দিন ফারুকী, এডভোকেট ভুপেন্দ ভৌমিক দোলন, নাজমুন নাহার মলি, রাজনীতিবিদ শফিকুল ইসলাম ও এডভোকেট শাহ আজিজুল হক। সেমিনারটি পরিচালনা করেন সচেতন নাগরিক কমিটির সদস্য এডভোকেট অশোক সরকার। টিাইবি নির্বাহী পরিচালক মঞ্জুর হাসান এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

টিআইবি'র মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ

গত ১৬ ও ১৭ আগস্ট টিআইবি'র মাঠ পর্যায়ে কর্মরতদের জন্য দু'দিনব্যাপী এক বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। ময়মনসিংহের ব্র্যাকের ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার (টার্ক) এ

চিঠিপত্র

চাই স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন

বর্তমানে গোটা বিশ্বে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। আফ্রিকার বাতসোয়ানা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পাশাপাশি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করে ক্রমেই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সিঙ্গাপুরে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী সংসদীয় গণতন্ত্র, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন, ১০৭৬ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ৭০ লাখ মানুষের দ্বীপ হংকং-এরও রয়েছে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন।

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। বাংলাদেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন ছাড়া আদৌ সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

জাহাঙ্গীর কবীর
উন্নয়ন গবেষক
কিশোরগঞ্জ

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ

সরকারের কাছে দুর্নীতি দমন ব্যুরো এক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলেছে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ দেশে দুর্নীতি রোধে অন্যতম বাধা। আমাদের দেশে বর্তমান ব্যবস্থায় দুর্নীতি দমন ব্যুরো রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দুর্নীতি রোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি কার্যকর দুর্নীতি দমন কৌশল নির্ধারণ করা জরুরি।

হামিদ
কক্সবাজার

দুর্নীতির ধারণা সূচক

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এর দুর্নীতির ধারণা সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান সর্বনিম্নে, এটি আমাদের জন্য অবশ্যই ভাবনার বিষয়। গুটি কয়েক রাজনীতিক এবং প্রশাসনের কিছু ব্যক্তির কারণেই আমাদের এ অবস্থা। গত বছর যখন নাইজেরিয়া সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে টিআই-এর জরিপে অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন সে দেশের প্রেসিডেন্ট ওবাসানজো তা স্বীকার করে দুর্নীতি নিরসনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি দুর্নীতি নির্মূলে আন্তরিক হন তাহলে কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত হবে বলে আশা করি।

আহমেদ কামাল
রংপুর

দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন

দেশের উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করতে হলে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ জরুরি। দুর্নীতি দেশের জন্য কী পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির কারণ হচ্ছে বিভিন্ন সময় টিআইবি গবেষণার মাধ্যমে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। রাজনীতিকদের অনেকেই দুর্নীতির পৃষ্টপোষক হওয়ায় দুর্নীতি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয় না। সে কারণে বেসরকারি উদ্যোগ, সিভিল সমাজের পক্ষ থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হলে সরকার ও প্রশাসন চাপের মধ্যে পড়বে। জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক লড়াই সংগঠিত করার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

রফিকুল ইসলাম
অফিসার, জনতা ব্যাংক, ঢাকা

বেনাপোল স্থলবন্দরে দুর্নীতি

দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কারণে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হবার কথা সে পরিমাণ আদায় হয় না। দুর্নীতি রোধ করতে পারলে দেশের বৃহত্তম এ স্থলবন্দরে বছরে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ১ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেত। অথচ ২০০০-২০০১ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৫৯৫ কোটি টাকা। কমিশনার থেকে শুরু করে কাস্টমস সুপার, পরিদর্শক ও সাধারণ কর্মচারী দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত।

তৌহিদুল আনোয়ার
বেনাপোল, যশোর

গম চাল হরিলুট

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির গম ও চাল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের নামে চলছে হরিলুটের খেলা। যেন দেখার কেউ নেই। দেশের বিভিন্ন স্থানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক, শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের যোগসাজশে ডিলাররা শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির গম ও চাল আত্মসাত করছে। ভুয়া ছাত্র-ছাত্রী দেখিয়ে, অতিরিক্ত চাহিদাপত্র জমা দিয়ে এবং শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তাদের *ম্যানেজ* করে কার্ড সংগ্রহ করা হয়। এসব কার্ড ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকদের টাকা দিয়ে কিনে নিতে হয়।

রোকসানা পারভীন
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিশ্ববিদ্যালয়
সিলেট

জনসচেতনতা সৃষ্টি

উন্নয়নশীল দেশের জনগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এ অসচেতনতা দূর করা প্রয়োজন। সৎদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং দুর্নীতিপরায়ণদের প্রতি জনমনে ঘৃণা সৃষ্টির মাধ্যমে দুর্নীতি পরায়ণদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা যেতে পারে। তাছাড়া দুর্নীতি করা, দুর্নীতিকারীদের সমর্থন করা যে জাতির জন্য ক্ষতিকর, এরকম একটা ধারণা সামাজিকীকরণ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে জনমনে গেঁথে দিতে হবে।

সেলিম
চাঁদপুর, কুমিল্লা

প্রযুক্তির ব্যবহার

অফিস-আদালতসহ সর্বত্র সব প্রাতিষ্ঠানিক কাজে কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার দুর্নীতি কমাতে সহায়ক হতে পারে। প্রযুক্তির ব্যবহার সবক্ষেত্রে সময় এবং প্রশাসনে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য এবং দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

কাজল
পরিসংখ্যান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

টিআইবি নিউজলেটার সম্পাদক- **মনজুর হাসান**, নির্বাহী সম্পাদক-**মোহাম্মদ ইমাম উদ্দিন**, ১২১/ সি (৪র্থ তলা), গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
টেলিফোন ও ফ্যাক্স : (+৮৮০-২) ৯৮৮৪৮১১, ৮৮২৬০৩৬, ই-মেইল : info@ti-bangladesh.org ওয়েবসাইট http://www.ti-bangladesh.org **SUBSCRIBE TIB'S BULLETIN - *VISIT TIB'S WEBSITE***